# অনেকই বদলে গেছে ডালিয়া

হিফজুর রহমান

## মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা - ১৬

আগের সংখ্যাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন

"পিয়া বাসন্তিরে কাহে পুকারে আ..জা...."

প্রায় আধ ঘন্টা ধরেই এই গানটা বাজছে ক্যাসেট প্লেয়ারে। সুলতানের গাওয়া গান। সঙ্গে একটি মেয়েও আছে, কে জানে। সুলতানের গানে প্রিয়ার প্রতি অমোঘ আহ্বান বাজছে রিন রিন করে। সিডনি বিমানবন্দর থেকে ম্যারিকভিলের ওয়ারেন রোডের এই বাসায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত প্রায় দশটা হয়ে যায়। দুই রুমের বাসা। সামনের রুম কাম ড্রয়িং রুমে থাকে ডালিয়া এবং পেছনের রুম অর্থ্যাৎ প্রপার বেডরুমে থাকে তার বান্ধবী, পড়ছে অস্ট্রেলিয়ায়। ওর বান্ধবী এখন নেই, বাংলাদেশে গেছে ক্রিসমাসের ছুটিতে। ফিরতে ফিরতে নতুন বছরের জানুয়ারীর মাঝামাঝি হয়ে যাবে। এখানে এসই বুঝতে পারলো দেবাশীষ, ডালিয়া ওর বান্ধবীর অনুপস্থিতির সময়টাতেই ওকে সিডনি আসতে বলেছিল কেন? ওদিকে কিচেনে ডালিয়ার খুটখাট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ও পণ করেছে এখন দেবাশীষকে ওর হাতের রান্না খাওয়াবেই। দেবাশীষ যতোই বলে, প্লেনে যথেষ্ঠ খাইয়েছে ওরা। কিন্তু তাতে ভবি ভুলবার নয়। গান শুনতে শুনতেই আবার বিমানবন্দরে ফিরে গেল ওর মন।

বিমানবন্দরে অনেক ইমোশনাল নাটকের পর ওরা বের হয় টার্মিনাল ভবন থেকে। দেবাশীষের পরিকল্পনা ছিল কিংসক্রসের একটা শস্তার হোটেলে উঠবে। আগে একবার ওই কিংসক্রসেরই ক্রিসেন্ট অন বেইজ ওয়াটারের একটা স্যুইটে উঠেছিল সে। ওটা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ হোটেল। কেবল অফিসের কাজে এলেই সেখানে ওঠা সম্ভব ওর পক্ষে। আরেকবার এসে উঠেছিল সিটি সেন্টারে সাউদার্ন ক্রস হোটেলে।

টার্মিনালের বাইরে আসতেই সব পরিকল্পনা ওর উল্টেপাল্টে গেল। ট্যাক্সি র‍্যাম্প থেকে ডালিয়া চট করে একটা ট্যাক্সি ডেকেই ওর স্যুটকেসটা তুলে দিল বুটে। হাতব্যাগটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেবাশীষকে বললো, 'ওঠো।'

কোন বাক্য ব্যয় না করে দেবাশীষ উঠে বসলো। ভাবলো বিমানবন্দরে আর কোন নাটক নয়। পরিচিত কেউ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকবেনা। ট্যাক্সিতে চড়ে বসতেই ডালিয়া চালককে বললো, 'ম্যারিকভিল ওয়ারেন রোড প্লিজ!' ডালিয়া বেশ চমৎকার রপ্ত করে নিয়েছে অসি উচ্চারণ।

মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে চালক গাড়ি ছেড়ে দিল। অস্ট্রেলিয়ার ট্যাক্সি চালকরা সাধারনতঃ প্যাসেঞ্জারদের সাথে অনেক কথা বলে। ইংল্যান্ডের ড্রাইভারদের মতো স্নব নয়। অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে থাকে এরা। কিন্তু, এখন কোন কথা বললোনা ও। হয় বেশি ক্লান্ত, নইলে ওদের কথা বলার সুযোগ দিতে চায় বোধহয়।

দেবাশীষ বলে উঠলো, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা, তোমার বাসায়?'

'ইয়েস,' মাথা দুলিয়ে বলে দেবাশীষের সাথে ঘন হয়ে বসে ও। 'আর কোন চুলোয় যাবো!'

'কিন্তু, আমিতো ঠিক করেছিলাম হোটেলে উঠবো।' আমতা আমতা করে বলে দেবাশীষ।

‘আমার বাসাটাকে হোটেলই ধরে নিও।’ একটু মজা করার ভঙ্গীতেই যেন বলে ডালিয়া, ‘আ মডেস্ট রুম উইথ আ মেইড। কেমন মজা না!’ বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে ও।

দেবাশীষের কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। সে জেনেই এসেছে ডালিয়ার বাসায় এখন সে ছাড়া আর কেউ নেই। তাবলে ও নিজের বাসায়ই দেবাশীষকে টেনে তুলবে সেটা বুঝতেই পারেনি ও। দেবাশীষ ভালো করেই জানে ম্যারিকভিল এলাকায় অনেক বাংলাদিশী ছাত্র-ছাত্রী বাসা ভাড়া করে অনেকটা মেসের মতো করেই থাকে। এই এলাকায় বাসা ভাড়া কম। নিজেরা রান্না করলে থাকা খাওয়ার খরচও অনেক কম পড়ে বলেই বোধহয় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক ঘনবসতি এই এলাকায়। এখন এই এলাকায় ডালিয়ার পুরুষবিহিন সাম্রাজ্যে একজন পুরুষের অবস্থান ও আনাগোনা দেখলে ডালিয়ার ক্ষতিই হবে অনেক বেশি। কারণ, গুজব পত্র-পল্লবে ছড়ানোর মতো অ্যাতো কারিগরী আর কারো আছে কি না দেবাশীষের জানা নেই।

আবারো দেবাশীষ ডালিয়াকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলো, ‘দ্যাখো আমার তোমার বাসায় ওঠাটা ঠিক হবেনা। তাতে তোমারই ক্ষতি হবে বরং.....’

‘হোক, তাতে তোমার কি?’ একেবারে নির্বিকার জবাব ডালিয়ার।

বুঝতে পারেনা ওকে দেবাশীষ। ওর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আগের ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল দেবাশীষের। খুব মধুরেণ সমাপয়েত হয়নি ওদের সম্পর্কের। দেবাশীষতো ভেবেছিল ওটাই শেষ। কিন্তু, ডালিয়ার মতিগতি বোঝা ভার। নিজের কথাও ভাবলো দেবাশীষ। সেও কি খুব ভালো কাজ করছে এখন? ওর কি এইভাবে ডালিয়ার ডাকে সিডনি ছুটে আসা ঠিক হয়েছে?

মৃদু ঝাঁকুনি খেয়ে ট্যাক্সিটা থেমে যেতেই ওর ভাবনায় চটকা লাগলো। ট্যাক্সি ড্রাইভার অসি স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলে উঠলো, ‘হিয়ার উই আর, মাইট।’ ওরা মেট (বন্ধু)-কে মাইট উচ্চারণ করে।

খুব বেশি প্রশস্ত নয় ওয়ারেন রোড। তবে বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। উইকএন্ডের রাতের রাস্তা মনে হয় শান্তভাবে গা এলিয়ে পড়ে আছে। সামনের স্ট্রীট লাইটটা অকৃপণভাবে বিলিয়ে যাচ্ছে আলো। আশে পাশে কোন লোকজন দেখা যাচ্ছেনা। একেবারেই আবাসিক এলাকা বলেই হয়তো উইকএন্ডের উদ্দামতা দেখা যাচ্ছেনা এখানে। আসে পাশে কোন পাব নেই বোধহয়।

ট্যাক্সিচালকের হাতে চট করে একটা দশ ডলারের নোট ধরিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো ডালিয়া। আরো চটপট করে বুট থেকে স্যুটকেসটা নামিয়ে নিল ও। দেবাশীষ ধরতে গেলে বললো, ‘উঁহু, এখন সেটা হবেনা। এখানে তুমি আমার মেহমান।’ তারপর ঘুরেই রওনা দিল ও, স্যুটকেসটা চাকার ওপর টানতে টানতে নিয়ে চললো সিন্ডার্স বিছানো সাইড রোড ধরে। এদিকটায় কেবলই কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক। দেশের ভাষায় এটাকে কানাগলি বলা যেতে পারে।

ওর পেছন পেছন চললো দেবাশীষ হাতে শপিং ব্যাগে জিন আর কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। ওটাতেই ওর পাসপোর্ট, ট্রাভেলার্স চেক অন্যান্য কাগজপত্র থাকে।

দোতলায় উঠে এলো ওরা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবাহন করলো দেবাশীষকে ওর ঘরে ডালিয়া। প্রথমেই হাতের ডানে পড়ে কিচেনটা। তারপরেই ডালিয়ার রুম কাম ড্রয়িং রুম। তাতে দুটো ছিমছাম সিঙ্গেল সোফা পাতা। তার সামনেই কাঠের মেঝেতে একটা ওদের শতরঞ্চির মতো কিছু একটা পাতা। একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মুধু করে। ওটা আছে একটা ছোট্ট তবে সুন্দর একটা সিঙ্গেল খাটের পাশে, মেঝেতে। ঘরে কোন টেবিল নেই। দেয়ালের একপাশে একটা ওয়ার্ডরোবের গা ঘেঁষে আবারো মেঝেতেই একটা বড়ো আয়না দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো।

স্যুটকেসটা বিছানার পায়ের দিকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেরও কাঁধ থেকে ছোট্ট ব্যাগটা নামালো ডালিয়া। বললো, 'বসো দেবাশীষ, এই আমার ছোট্ট ডেরা।'

'সুন্দরতো,' কমপ্লিমেন্ট না জানিয়ে পারলোনা।

ডালিয়া বললো, 'সুন্দর না ছাই, তোমার মতো বড়লোককে আমার এখানে আনতেই লজ্জা লাগছিল।'

'হ্যাঁ, আমি বড়লোকতো বটেই। ছ'ফুট লম্বা না!'

'বাদ দাও ওসব কথা। তুমি একটু রেস্ট করো, কাপড়-চোপর ছাড়ো আমি রান্নার যোগাড় দেখি।' বলেই ও ক্যাসেট প্লেয়ারটা ছেড়ে দিল। বেজে উঠলো সুলতানের গান "পিয়া বাসন্তিরে...."

রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে যেতে আবারো ফিরলো ডালিয়া। বললো, 'জিন এনেছো দেখলাম। লেবু কেটে দেবো? একটু নেবে?' ডালিয়া ওর অবসেশনের কথা জানে বা মনেও রেখেছে। ও মাথা নেড়ে সায় জানাতেই চট করে কিচেন থেকে গ্লাস, টনিকের ক্যান আর স্লাইস করা লেমন নিয়ে এলো।

অ্যাতোটা আশা করেনি দেবাশীষ। ও জিজ্ঞেস করেই বসলো, 'জিন এর সাথে টনিক লাগে কে বললো তোমাকে?'

'হোটেলে চাকরী করি মশাই, সব জানতে হয়।' বলেই ও চলে গেল কিচেনে। যেতে যেতে বলে গেল, 'তুমি জিন নাও, আমি খাবারটা দেখি।'

একটা বড়ো জিন বানিয়ে চুমুক দিতে দিতে গান শুনতে লাগলো দেবাশীষ। জিনে একটা চুমুক দিতেই যেন ক্লান্তি উধাও হয়ে গেল ওর। "পিয়া বাসন্তিরে কাহে পুকারে আ..জা..."

অনেকই বদলে গেছে ডালিয়া। দেশে থাকতে কখনোই অ্যাতোটা চটপটে দেখেনি ওকে দেবাশীষ। বরং অনেকটা লেইড ব্যাক টাইপ মনে হয়েছে। এখানে এসে বদলে তো গেছেই বেশ গুছিয়েও নিয়েছে নিজেকে মনে হচ্ছে। ঘরটা বেশ ছিমছাম গুছানো। ল্যাম্পের টিমটিমে আলো ঘরে একধরনের মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। জুতো মোজা খুলে কোমরের বেল্টটা আলগা করে দিল একটু দেবাশীষ। সোফাতে একটু হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে। আবার ভাবনাতে বুঁদ হয়ে গেল ও।

(চলবে) - - - - - -

---

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ২০/০৩/২০০৭ (লেখকের পরিচিতি জানতে উপরে ছবিতে টোকা মারুন)